স্বপ্ন দেখেন আদিবাসীদের সাফল্যের

তিনি বিশ্বাস করেন, উত্তরবঙ্গে অনেক তরুণ প্রতিভা রয়েছে, উপযুক্ত পরিকাঠামো পেলে যাঁরা অনেক দূর যেতে পারেন। এই মুহূর্তে প্রয়োজন কৃত্রিম ট্র্যাকের, উপযুক্ত জিমন্যাসিয়ামের। সামনের বছরই জাপানে ওয়ার্ল্ড মিট। আশা করেন, করোনা-পরিস্থিতি মিটে যাবে এবং দেশকে সাফল্য এনে দিতে পারবেন তিনি। উত্তরের ক্রীড়াব্যক্তিত্ব **সোমা দত্ত**-এর সঙ্গে কথা বললেন **অনিতা দত্ত**

প্রশ্ন: এ বছর আপনি জাতীয় মাস্টার্স গেমে হাইজাম্পে সোনা পেয়েছেন। আপনাকে অভিনন্দন। শুরুটা হয়েছিল কী ভাবে?

উত্তর: আমরা বীরপাড়ার চা-বাগানে থাকতাম। বাবা সেখানকার পোস্টমাস্টার ছিলেন। পড়াশোনার জন্য মা আমাদের ভাইবোনকে নিয়ে যখন শিলিগুড়িতে চলে এলেন, তখন আমি পড়তাম ক্লাস ফাইভে। ষষ্ঠ শ্রেণিতে স্কুলে ভর্তি হলাম। মা ভোরে উঠিয়ে দিতেন। তখন থেকে মায়ের হাত ধরে তিলক ময়দানে যেতাম। সেখানে শিলিগুড়ির ক্রীড়াব্যক্তিত্ব পানু দত্ত মজুমদার আমাদের কোচিং করাতেন। প্রতিভাবান ছেলেমেয়েদের উনি ডেকে নিয়ে আসতেন। প্রশিক্ষণ দিতেন ১০০ মিটার দৌড়, জাম্পের। তারপর ভর্তি হলাম শিলিগুড়ি গার্লস স্কুলে। সেখানকার প্রধান শিক্ষিকা অমিয়া সেনগুপ্ত ছাত্রীদের খুব উৎসাহ দিতেন। সে সময় জেলা আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমরা অংশ নিতাম। চ্যাম্পিয়ন হত আমাদের স্কুল। তখন আন্তঃ স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কোনও ছাত্রছাত্রী সাফল্য পেলে স্থানীয় ক্লাবগুলি তাদের হয়ে খেলতে ডাকত। ক্লাবগুলির উদ্যোগেও আয়োজিত হত জেলা আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। নবম শ্রেণি থেকে আমি নিয়মিত বাঘাযতীন ক্লাবের হয়ে অংশ নিতাম। সেখানে ১০০ মিটার দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্পে প্রথম হয়েছি। সেখানেও আমার স্কুল চ্যাম্পিয়নের ট্রফি পেত। পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত দৌড় এবং জাম্পে আমি এই সাফল্য ধরে রেখেছিলাম। আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতায় এ ভাবেই খেলে গিয়েছি আমি দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। শিলিগুড়ি কলেজে ভর্তি হলাম ভূগোলে অনার্স নিয়ে। বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষক ছিলেন বিকাশ ঘোষ। উনি পরে শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়র হন। কলেজে পড়াকালীন আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশগ্রহণের জন্য তিনি নিয়ে যেতেন আমায়। আমি ১০০ মিটার, ২০০ মিটার আর সাইক্লিংয়ে বরাবর প্রথম হয়েছি। প্রথম হয়ে কলেজকে চ্যাম্পিয়ন করেছি আর ভূগোল বিভাগ পেত চ্যাম্পিয়নের ট্রফি। তারপর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় টানা দু'বছর চ্যাম্পিয়ন হই। খেলাধুলো এতটাই ভালবাসতাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ফিজিক্যাল এডুকেশনে ডিপ্লোমা করলাম। সেখানে সাঁতার থেকে ক্যারাটে, ব্রতচারী, নাচ সবই শিখতে হয়েছে। চাকরি ক্ষেত্রে ভূগোলের শিক্ষিকা হিসেবে প্রথমে রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুল, তারপর মালদহের গাজলে শ্যামসুখী বালিকা শিক্ষা নিকেতনে পড়িয়েছি। পাশাপাশি ক্রীড়াশিক্ষকের ভূমিকাও আমায় পালন করতে হত। পরবর্তী কালে শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুলে যোগ দেওয়ার পর বিটিএ-র হয়ে নানা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শুরু করি। ১০০ মিটারে অংশ নিতাম। বহুবার রাজ্যস্তরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি।

প্রশ্ন: অবসর নেওয়ার পর লোকে অন্য ভাবে অবসর যাপন করেন। সেখানে আপনি পুরোপুরি খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত হলেন। এই মানসিক জোরটা পেলেন কী ভাবে?

উত্তর: ছোটবেলা থেকেই। খেলাধুলো করতাম বলে ফিট ছিলাম। ভাবলাম, এটাকে ধরে রাখতে হবে। তাতে শরীর ভাল থাকবে আর মনটাও। যেহেতু ভূগোল নিয়ে পড়াশোনা করেছি, তাই বিশ্বকে জানার, চেনার একটা কৌতূহল তো ছিলই। খেলার সূত্রে যদি দেশবিদেশ যাওয়া যায়, তবে সেটা সম্ভব হতে পারে। কোন দেশের লোক কী খায়, কোন পোশাক পরে, তাদের গ্রামীণ জীবন কেন উন্নত, খেলাধুলোতেও কেন ওরা এগিয়ে আছে— এ সব জানার আগ্রহ ছিল।

প্রশ্ন: আপনার সাফল্যের ধারাবাহিকতা আর রেখচিত্র কেমন?

উত্তর: ২০১১ সালে ভেটারেন্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছিলাম। প্রথমবার কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে রাজ্যস্তরে দৌড় ও লং জাম্প, হাইজাম্পে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান ও প্রথম স্থান পেয়েছিলাম। ভেটারেন্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৮ সালে নাম বদলে হল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। বয়সের সীমা ছিল ৩০ থেকে ১০০ বছর। ২০১২ সালে তাইপে-তে এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে এবং তার পরের বছর পর্তুগালে ওয়ার্ল্ড মাস্টার্স গেমসে অংশ নিয়েছিলাম। ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত রাজ্য ও জাতীয় স্তরে হাইজাম্প ও দৌড়ে সোনার পদক পেয়েছিলাম। ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে ন্যাশনাল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স গেমসে হাইজাম্প, লং জাম্প ও দৌড় তিনটি বিভাগেই সোনা জিতেছিলাম। ২০১৮ সালে মালয়শিয়ার পেলাংয়ে এশিয়ান প্যাসিফিক মাস্টার্স গেমে হাইজাম্প, লং জাম্প ও দৌড়ে অংশ নিয়েছিলাম। সেখানে তিনটি বিভাগেই সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জ জিতেছিলাম। সেই বছরই ওয়ার্ল্ড ওপেন মিটে ইতালি যাবার সুযোগ পাই। তারপরই একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তাতে হাত ভেঙে যাওয়ায় আর যাওয়া হল না। এ বছর ন্যাশনাল মাস্টার্স গেমসের আসর বসেছিল গুজরাতে। আমি দৌড়, হাইজাম্প, লং জাম্প তিনটি বিভাগেই সোনা জিতি।

প্রশ্ন: এই সাফল্য পেতে আপনাকে কী কী বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে?

উত্তর: স্কুলে যাতায়াত করতে অনেকটা সময় লেগে যেত। সময় বাঁচাতে শিলিগুড়ি ছেড়ে বাড়ি ভাড়া নিলাম বাগডোগরায়। প্রথম দিকে স্কুল থেকে কোনও সহযোগিতা পাইনি। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার আগে অনুশীলনের জন্য কোনও ছুটি পেতাম না। শরীর তো ফিট রাখতে হবে। তাই স্কুল করে সন্ধ্যায় শিলিগুড়িতে গিয়ে সাঁতার কাটতাম। রাতে বাস ধরে আবার বাগডোগরায় বাড়িতে ফিরতাম। হাইজাম্প অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত কোনও পিট ছিল না। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ডের সহকারী সম্পাদক বিবেকানন্দ ঘোষ। উনি আমায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুশীলনের সুযোগ করে দেন। এখানে আমি ভাল পিট পেলাম। ২০১২ সালে তাইপেতে যাওয়ার জন্য প্রায় তিন লক্ষ টাকার দরকার ছিল। স্কুল থেকে লোন নিতে হয়েছে। নিজের সোনার গলার হার বিক্রি করেও যখন টাকা জোগাড় হল না, তখন প্রচণ্ড কষ্ট করে এক প্রকার দোরে দোরে ঘুরেই সেই টাকা জোগাড় করেছি। আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা তপতী হালদার, পানু দত্ত মজুমদারের ছেলে ভাস্কর দত্ত মজুমদার, প্রাক্তন মেয়র গায়ত্রী দত্ত, আমার স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকারা, বীণা দাস, সাংসদ শঙ্কর মালাকার। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে যোগদানের জন্য যে ধরনের প্রশিক্ষণের দরকার, সে আর পেলাম কোথায়। শরীরচর্চা বলতে শুধু সাঁতার কাটা। এরই মধ্যে রাত জেগে পরীক্ষার খাতাও দেখেছি।

প্রশ্ন: অ্যাথলেটিক্সের জন্য শিলিগুড়িতে কী ধরনের পরিকাঠামো প্রয়োজন বলে মনে করেন?

উত্তর: প্রথমেই বলি, এখানে অনেক তরুণ প্রতিভা রয়েছেন। উপযুক্ত পরিকাঠামো পেলে তাঁরা অনেক দূর যেতে পারবেন। এই মুহূর্তে প্রয়োজন ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের। নেই উপযুক্ত জিমন্যাসিয়াম। বিশেষত প্রয়োজন কৃত্রিম ট্র্যাকের। ক্লাবগুলিকে এ বিষয়ে ভাবতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলিতে যাতায়াত থেকে শুরু করে অন্যান্য খরচ বহন করতে হয় আমাদের নিজেদেরকেই। অবসর জীবনে সেই আর্থিক সামর্থ্য থাকে না। সরকার যদি এই বিষয়ে সাহায্য করে, তবে আমার মতো খেলোয়াড়েরা উপকৃত হবেন, উৎসাহিত হবেন।

প্রশ্ন: লক্ষ্য কী আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের?

উত্তর: ২০২১ সালে ওয়ার্ল্ড মিট আছে। অনুষ্ঠিত হবে জাপানের কানসাইতে। জলপাইগুড়িতে কৃত্রিম ট্র্যাক রয়েছে। লকডাউনের জন্য অনুশীলন শুরু করতে পারিনি। লকডাউন উঠলে শুরু করব।

প্রশ্ন: করোনার জন্য যদি তা পিছিয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে আপনার পদক্ষেপ কী হবে?

উত্তর: আমি আশাবাদী। সুসময় আসবেই। ওয়ার্ল্ড মিট যখনই অনুষ্ঠিত হোক না কেন, অংশ নেব। তার আগে নিয়ম করে অনুশীলন চালিয়ে যাব। আশা রাখি, ভারতের হয়ে অন্তত একটি পদক জয় করার।

প্রশ্ন: কী স্বপ্ন দেখেন?

উত্তর: বাগডোগরায় আমার বাড়ির সামনে একটা মাঠ আছে। আশপাশে অনেক আদিবাসী ছেলেমেয়ে আছে। ওরা সুঠাম শরীরের অধিকারী, যা অ্যাথলেটিক্সের জন্য সর্বাগ্রে দরকার। আমি ওদের প্রশিক্ষণ দিই। এই খেলাধূলার ক্ষেত্রে টাকাপয়সা কম লাগে। বিশ্বাস রাখি, সাফল্য আসবেই ওদের হাত ধরে।

সম্পাদক সমীপে

সহযোগী বাসিন্দারা

খোলেনি